স্টেন্ট বেচে ৬ গুণ লাভ, দর বাঁধছে কেন্দ্র

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

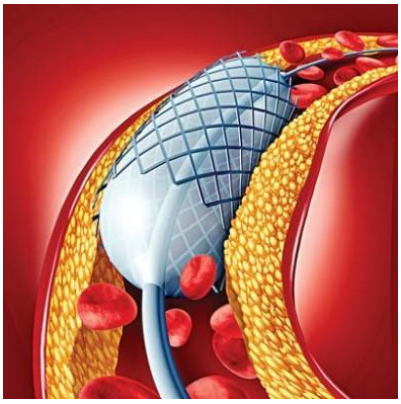

রোগীকে জীবনদায়ী স্টেন্ট বেচে বেসরকারি হাসপাতালের লাভ কোথাও ৪৩৬ শতাংশ আবার কোথাও ৬৫৪ শতাংশ! রোগীদের স্বার্থে সেই ব্যবসা বন্ধে এ বার তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ‘ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি’ (এনপিপিএ)।

এক শ্রেণির উৎপাদক, মধ্যস্থ, চিকিৎসক ও হাসপাতালের অসৎ ব্যবসা রুখতে স্টেন্টের দাম বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনপিপিএ। স্টেন্টের মানের নিরিখে সেই সঠিক দাম কত হতে পারে, তা দেখতে সম্প্রতি স্টেন্ট উৎপাদক ও একাধিক আমদানিকারী সংস্থা, বণ্টনকারী বা ডিস্ট্রিবিউটর, পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতা ও এজেন্টদের থেকে স্টেন্টের দাম সংক্রান্ত তথ্য জমা নিয়েছে কেন্দ্রীয় এই নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাটি। বিভিন্ন কর্পোরেট হাসপাতাল থেকে রোগীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁদের থেকেও তথ্য নেওয়া হয়েছে।

আর তাতেই স্টেন্ট থেকে কিছু বেসরকারি হাসপাতালের স্টেন্টের অসৎ ব্যবসার চিত্রটি ধরা পড়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তাদের দাবি— লাভের অঙ্কটা যে এত বেশি সেই ধারণা তাঁদের ছিল না। অথচ এই টাকা জোগাতে বহু রোগীর পরিবারকে ধার দেনায় জেরবার হতে হয়। এনপিপিএ-র চেয়ারম্যান ভূপেন্দ্র সিংহের কথায়, ‘‘স্টেন্ট থেকে এক শ্রেণির হাসপাতাল ও ডাক্তার মাত্রাছাড়া রোজগার করছে বুঝেই দাম বেঁধে দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। যেটুকু তথ্য জমা পড়েছে, তাতেই আমাদের চোখ কপালে উঠেছে!’’

গত ১৬ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্টেন্ট বসানোর নামে অর্থ লুঠের এই তথ্য প্রকাশ করেছে এনপিপিএ। সংস্থাটির প্রাইসিং বিভাগের প্রধান অজয়কুমার খুরানা জানিয়েছেন— তথ্য যাচাই করে বোঝা যাচ্ছে, স্টেন্টের দাম বেঁধে দেওয়া হলে স্টেন্টের দাম ৫০ থেকে ৬০ শতাংশেরও বেশি কমে যাবে। এনপিপিএ-র এক কর্তার কথায়, ‘‘বাজারে যে ‘ড্রাগ ইল্যুটিং স্টেন্ট’ এখন মান অনুযায়ী ২৩ হাজার থেকে দু’লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়, সেগুলি ২২ থেকে ৬৮ হাজার টাকায় মিলবে। আর সাধারণ ‘বেয়ার মেটাল স্টেন্ট’ মিলবে ৮ থেকে ১৬ হাজার টাকায়।’’

এনপিপিএ সূত্রের দাবি, উৎপাদক থেকে আমদানিকারী, বন্টনকারী হয়ে হাসপাতাল— প্রত্যেকেই স্টেন্ট থেকে বিপুল ফায়দা লুটছেন। আমদানিকারীদের লাভ থাকছে ২৭-৫৬ শতাংশের মতো, উৎপাদনকারীদের ২০-২৫ শতাংশ, বন্টনকারীর লাভ মোটামুটি ১১০-১৩৫ শতাংশের ভিতর ঘোরাফেরা করছে। সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে বেসরকারি হাসপাতালের লাভ। এনপিপিএ-র দাবি, এক-একটি স্টেন্টে অনেক হাসপাতাল ৬৫৪ শতাংশ পর্যন্ত লাভ করছে! এই লাভের একটা মোটা অংশ আবার ঢুকছে কিছু ডাক্তারের পকেটে।

স্টেন্ট থেকে এতটা লাভ করা কি সম্ভব?

রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলার চিন্তামণি ঘোষ বলছেন, ‘‘হ্যাঁ সম্ভব। উৎপাদক থেকে রোগীর হাতে স্টেট পৌঁছনোর মাঝখানে অনেকগুলো ধাপ থাকে এবং প্রত্যেক ধাপে ইচ্ছে মতো দাম বাড়তে থাকে। রোগীদের কিছু বলার সুযোগ থাকে না।’’ ড্রাগ কন্ট্রোলার জানান, এ রাজ্যেই একটি স্টেন্ট প্রস্তুতকারী সংস্থায় তাঁরা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি স্টেন্ট তৈরি করতে খরচ হয় ৩ হাজার টাকা, আর তার গায়ে দাম লেখা হয় ৪৪ হাজার টাকা! লাভটা বুঝছেন? প্রাইসিং অথরিটি দাম বেঁধে দিলে এটা আর করা যাবে না।’’

কলকাতার বেলেঘাটা কানেক্টর এলাকার একটি নামী কর্পোরেট হাসপাতালের সিইও-র কথায়, ‘‘আমরা ব্যবসা করতে এসেছি। লাভের সুযোগ থাকলে তো নেবই। তবু তো আমরা কেনা দামের ওপর কিছুটা লাভ রেখে স্টেন্ট বসাই। অনেক হাসপাতাল স্টেন্টের গায়ে ছাপা এমআরপি, এমনকী তার থেকেও বেশি রোগীর কাছ থেকে চেয়ে বসে!’’

সেটা কী রকম?

ওই সিইও ব্যাখ্যা করেন, ধরা যাক একটা স্টেন্ট তৈরি করতে খরচ হল হাজার পাঁচেক টাকা। কিন্তু দামের উপর নিয়ন্ত্রণ না-থাকায় তার গায়ে যা খুশি দাম লেখা হয়। ধরা যাক, তার এমআরপি লেখা হল ৩০ হাজার টাকা। উৎপাদনকারী ওই স্টেন্ট বন্টনকারীকে বিক্রি করল ১০ হাজার টাকায়। উৎপাদনকারীর লাভ থাকল ৫ হাজার টাকা। বন্টনকারী সেই স্টেন্ট হাসপাতালকে বিক্রি করল ১৫ হাজার টাকায়। বন্টনকারীরও লাভ থাকল ৫ হাজার। হাসপাতাল সেই স্টেন্ট রোগীর দেহে বসিয়ে চেয়ে বসল ২৫ হাজার টাকা। হাসপাতালের লাভ হল ১০ হাজার টাকা। অনেক হাসপাতাল আবার আরও লাভ করতে স্টেন্টের গায়ে ছাপা দামটাই নিয়ে নেয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ৩০ হাজার টাকা। তাতে হাসপাতালের লাভ থাকল ১৫ হাজার টাকা।

একটি বেসরকারি হাসপাতালের প্রশাসনে যুক্ত এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কথায়, ‘‘অনেক হাসপাতাল আবার স্টেন্টের গায়ে ছাপা দাম নিয়েও ক্ষান্ত হয় না। ‘হ্যান্ডলিং চার্জ’ হিসাবে আরও ৫০-৬০ হাজার টাকা চাপিয়ে দেয়। এবং সেটা মূলত কিছু চিকিৎসকের চাপে। বাড়তি টাকাটা যায় ওই চিকিৎসকের পকেটে। সাধারণত এঁরা বেশ নামী ডাক্তার হন বলে হাসপাতাল এঁদের চটায় না।’’

এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর সর্বভারতীয় প্রধান কৃষ্ণকুমার অগ্রবালের মন্তব্য, ‘‘কোনও হাসপাতাল স্টেন্ট থেকে লাভ করতে চাইলে ব্যবসার জন্য ৪০ শতাংশ পর্যন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু কোনও চিকিৎসক যদি তার চেয়ে বেশি লাভ করার জন্য তাদের চাপ দেন, তা হলে সেই অসৎ ডাক্তারবাবুকে হাসপাতাল থেকে বার করে দিক। আমরাও তাঁকে সংগঠন থেকে বরখাস্ত ও বয়কট করব।’’

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা জানিয়েছে, রোগীদের স্বার্থে খুব শীঘ্রই তারা স্টেন্টের দর বেঁধে দেওয়ার ঘোষণা করতে চলেছে।

Published in Anandabazar Patrika on 25.01.2017